দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

তারিখ ঃ ০৪-১১-২০ (পৃঃ ০৬)

রাণীনগরে আমনের বাম্পার ফলন

■ রাণীনগর (নওগাঁ) সংবাদদাতা

চলতি আমন মৌসুমে উপজেলায় ধানের বাম্পার ফলন হয়েছে। ইতিমধ্যেই প্রায় ৩৫০ হেক্টর জমির আমন ধান কাটা সম্পন্ন হয়েছে। বাজারে ধানের দাম ভালো থাকায় কৃষকরা বন্যার ক্ষতি অনেকটাই পুষিয়ে নিতে পারবেন বলে আশা প্রকাশ করছে উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর। উপজেলা কৃষি অফিস সূত্রে জানা গেছে, বর্তমানে কৃষকরা ব্রি ধান-৮৭ জাতের ধান কাটা শুরু করেছেন। বিঘাপ্রতি কৃষকরা ১৮-২০ মণ হারে ফলন পাচ্ছেন। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ শহীদুল ইসলাম বলেন, চলতি আমন মৌসুমে কৃষকরা বাম্পার ফলন পাবেন। বর্তমানে বাজারে ধানের দামও অনেকটা ভালো আছে।

Sangbad Online
প্রকাশনার ৬০ বছর
সংবাদ

তারিখ ঃ ০৪-১১-২০২০ (পৃঃ ০৭)

মাগুরায় ব্রি ধান-৭৫'র কৃষক মাঠ দিবস

প্রতিনিধি, মাগুরা

মাগুরার শালিখা উপজেলার বুনাগাতিতে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সমন্বিত পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ব্রি ধান-৭৫ চাষ সম্প্রসারণ বিষয়ক কৃষক মাঠ দিবস। গত সোমবার বিকেলে এ উপলক্ষে মাঠ দিবসে কৃষান-কৃষানি প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের উপ-পরিচালক সুশান্ত কুমার প্রামাণিক। বাকলবাড়িয়া পানি ব্যবস্থাপনা দলের সভাপতি মো. রেজাউল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন প্রকল্পের সাউথ ওয়েস্ট প্রজেক্টের ফরিদপুর অঞ্চলের সহকারী প্রধান (সমাজ বিজ্ঞানি) মো. আব্দুর রাজ্জাক, উপ-প্রধান সম্প্রসারণ কর্মকর্তা মো. হাফিজুর রহমান, শালিখা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. আলমগীর হোসেন, কালিদাসখালি আড়পাড়া উপ-প্রকল্পের সিনিয়র ফ্যাসিলিটেটর মো. আবিদ হাসান কামাল, মো. হাবিবুল্লাহ, আলফাজ উদ্দিনসহ স্থানীয় উপ-সহকারি কৃষি কর্মকর্তা ও কমিউনিটি ফ্যাসিলেটরবৃন্দ। সভায় জানানো হয়- পানি উন্নয়ন বোর্ডের সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের অধীনে পানি উন্নয়ন বোর্ড ও কৃষি বিভাগের সমন্বয়ে স্বল্প পানি ব্যবহার করে উন্নত ও চিকন জাতের ব্রি ধান-৭৫ চাষের ফলে কৃষকরা উপকৃত।

যায়যায়দিন
১৯৮৪ থেকে
তারিখ ঃ ০৪-১১-২০২০ (পৃঃ ০৮)

রানীনগরে বন্যার ক্ষতি পুষিয়ে আমনের বাম্পার ফলন

রানীনগর (নওগাঁ) প্রতিনিধি

নওগাঁর রানীনগরে চলতি মৌসুমে আমনের বাম্পার ফলন হয়েছে। ইতোমধ্যেই উপজেলার প্রায় ৩৫০ হেক্টর জমির আমন ধান কাটা সম্পন্ন হয়েছে। বাজারে ধানের দাম ভালো থাকায় কৃষক কয়েক দফার বন্যার ক্ষতি অনেকটাই পুষিয়ে নিতে পারবেন বলে আশা প্রকাশ করছে উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর।

উপজেলা কৃষি অফিস সূত্রে জানা গেছে, চলতি আমন মৌসুমে উপজেলার মোট ১৮ হাজার ১৪০ হেক্টর জমিতে বিভিন্ন জাতের আমন ধান চাষ হয়েছে যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি। আমন ধান রোপণের কিছু দিন পর ৪ বার হানা দেয় বন্যা। এতে কিছুটা ক্ষতি হয় নিম্নাঞ্চলের আমন ধানের। কৃষি অফিসের সার্বিক সহযোগিতায় যেসব কৃষক ব্রি ধান-৮৭ জাতের ধান চাষ করেছিলেন তারা ইতোমধ্যেই ধান কর্তন করা শুরু করেছেন। বিঘাপ্রতি কৃষকরা ব্রি ধান-৮৭ এর ফলন পাচ্ছেন ১৮-২০ মণ করে। কারণ এই জাতটি আগাম পরিপক্ব ধানের জাত। এই জাতের ধানে রোগবালাইয়ের আক্রমণ অনেক কম, বালাইনাশক প্রয়োগ করতে হয় কম এবং ফলনও হয় বেশি। যার কারণে কৃষকরা এই জাতের ধান কেটে ওই জমিতে সরিষা, গমসহ অন্যান্য সবজি চাষ করতে পারবেন। তাই আশা করা হচ্ছে কৃষকরা আমন ধানের বাম্পার ফলন থেকে বন্যার ক্ষতি অনেকটাই পুষিয়ে নিতে পারবেন।

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ শহীদুল ইসলাম বলেন, 'আমন ধান রোপণের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত কৃষকদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে পরামর্শ প্রদানসহ সার্বিক সহযোগিতা ও খোঁজ-খবর নিচ্ছে কৃষি অফিসের সব কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। যার কারণে এবার আমনখেতে কোথাও কোনো ক্ষতিকর পোকা ও রোগের আক্রমণ দেখা যায়নি। উপজেলার সবকৃষকের ঘরে আমন ধান পুরোপুরি না ওঠা পর্যন্ত মাঠ পর্যায়ে আমাদের এই কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।'